দৈনিক খবর ১১৭

তারিখ 29 OCT 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

একটি সুপারিশ ঃ দু'বছর ধরে ফাইলে বন্দী

।। শাহজাহান সরদার ।।

সরকারী চাকরিতে নিয়োগের উর্ধ্ববয়ঃসীমা বর্তমান ২৭ বছর থেকে বৃদ্ধি করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ৩২ বছর করার জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ দীর্ঘ পৌনে ২ বছর ধরে ফাইল বন্দী হয়ে পড়ে রয়েছে।

দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সেশনজটসহ বার বার পরীক্ষা পিছানোর কারণে শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে মূল্যবান বেশ কিছু বছর হারিয়ে যাবার ফলে পাস

৭-এর পাতায় দেখুন

একটি সুপারিশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করার পর তাদের আর চাকরির বয়স থাকে না। যার অনিবার্য পরিণতি বেকারত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে সরকারী চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে পারে না। এই অবস্থা বিবেচনা করে ১৯৮৭ সালের ২৩শে এপ্রিল অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদ-এর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন তাদের রিপোর্টে দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা হ্রাসে চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধির সুপারিশ করে। ১৯৮৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী সরকারের কাছে পেশকৃত রিপোর্টে বলা হয়, চাকরির উর্ধ্ববয়ঃসীমা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এই কমিশনের সুপারিশে প্রথম ৫ বছরের জন্য সরাসরি চাকরিতে প্রবেশের উর্ধ্ব বয়ঃসীমা বর্তমান ২৭ বছর থেকে সকলের জন্য ৩২ বছরে বর্ধিত করার জন্য বলা হয়। ৫ বছর পর তখনকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে সম্ভব হলে ৩২ বছরের স্থলে ৩০ বছর নির্ধারণ করা হবে। উপরোক্ত ১০ বছর অতিবাহিত হবার পর পর্যালোচনা করে আবার ২৭ বছরে কমিয়ে আনার ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে বলে সুপারিশে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া এডুকেশন ক্যাডার ও জুডিসিয়াল ক্যাডারের জন্য উর্ধ্ববয়ঃসীমা ৩৫ বছর বলবৎ করার জন্য বলা হয়।

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে বলা হয়, ২৭ থেকে চাকরির উর্ধ্ববয়ঃসীমা ৫ বছরের জন্য বর্ধিত করা হলে শুধু যাদের সরকারী চাকরির বয়স পার হয়ে যাচ্ছে তাদের যে সুযোগ দেয়া হবে তা নয়, প্রকৃতপক্ষে অধিকতর উপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তিদের সরকারী চাকরিতে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে। এডুকেশন ক্যাডার ও জুডিসিয়াল ক্যাডারের জন্য বর্তমানে বয়সসীমা ৩০ বছর নির্ধারিত রয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়। অথচ যখন সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ছিল ৫৫ বছর তখনও এডুকেশন ও জুডিসিয়াল ক্যাডারের চাকরির উর্ধ্ববয়ঃসীমা ছিল ৩৫ বছর। এখন অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ বছর করা হলেও অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসে চাকরিতে নিয়োগের সীমা বৃদ্ধি করা হচ্ছে না।

বেকার সমস্যা সম্পর্কে অধ্যাপক মাফিজ উদ্দিন আহমদ-এর নেতৃত্বাধীন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট বলা হয়, দেশের জটিল বেকার সমস্যা জাতীয় জীবনকে নানা দিক থেকে বিপন্ন করে তুলছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হয়ে ছাত্ররা চাকরি পাচ্ছে না। তাই তারা হতাশাগ্রস্ত, দিশেহারা ও অসহায় হয়ে পড়েছে. এই সমস্যার সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে না পারলে দেশে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

সরকারী চাকরির বয়সসীমার ব্যাপারে শিক্ষা কমিশনের এই সুস্পষ্ট সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও এই সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেই। সরকার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে বলেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। এদিকে দেশের রাজনৈতিক, ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো বার বার চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধির দাবী জানানো সত্ত্বেও এই ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত সরকারী কোন চিন্তা-ভাবনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত এই পরিসংখ্যানও কোন কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও যুব সংগঠনগুলোর মতে দেশে বর্তমানে প্রায় ৩ লাখ শিক্ষিত বেকার যুবক রয়েছে।